Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যা ২

টেকসই উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ জরুরি

১২ দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম চালিকা শক্তি বেসরকারি খাত। উন্নয়ন কৌশলের সহযোগী হিসেবে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার একটি সুযোগ হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে, বাংলাদেশসহ সকল উন্নয়নশীল দেশই বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভর না করে মূলত দেশজ সম্পদ ব্যবহার করেই এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে মনে করছে। তাছাড়া, এমডিজির তুলনায় এসডিজি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক বলে একে একটি উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ১৯৩টি দেশের পথচলা সফল হতে হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া জরুরি। এসব মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য খাতসমূহ নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সম্পদ ও তথ্য-উপাত্তের যোগান নিশ্চিতকরণ, গবেষণার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ, পরিবেশবান্ধব ও উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার যথাযথ তদারকি এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সামঞ্জস্য আনয়ন। এ সকল কাজের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১ অংশীদারিত্বের কৌশল

এসডিজি বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা, নাগরিক সমাজসহ বেসরকারি খাতকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, এ নিয়ে একটি কৌশলপত্র প্রয়োজন, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেকসই উৎপাদন, পরিবেশ সুরক্ষাসহ বিভিন্নখাতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশীদারিত্বের ধরন সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে।

২ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ

এসডিজি বাস্তবায়নে বিদেশি সহায়তা পর্যাপ্ত নয়। আবার সরকারের একার পক্ষে পুরো বিনিয়োগ করাও সম্ভব নয়। ইন্টারগভার্নমেন্টাল কমিটি অব এক্সপার্টস অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিং (আইসিইএসডিএফ)-এর হিসাব অনুযায়ী, এসডিজি অর্জনে সব দেশের জন্য প্রতি বছর ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, আঙ্কটাড তাদের হিসাবে দেখিয়েছে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রতি বছর প্রয়োজন হবে ৩.৩ থেকে ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। বর্তমানে সরকার ও বেসরকারি বিনিয়োগ যে মাত্রায় হচ্ছে – তা বিবেচনা করলে আরও ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা ও এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমেই বিপুল বিনিয়োগ আসতে হবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের সহায়ক নীতিমালা প্রয়োজন। বেসরকারি বা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার অন্যতম অন্তরায়গুলো হলো – জমির সংকট, ঋণের উচ্চ সুদ, আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সমুদ্র ও বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনা। এছাড়া যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামোর দুর্বলতাও আছে। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এর পাশাপাশি অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ঠেকাতে এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন; সহজলভ্য ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ; এবং বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩ যুবসমাজ ও শ্রমশক্তি

বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ৪০ বছরের নিচে। প্রতি বছর গড়ে ২০ লাখ তরুণ-তরুণী দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা জরুরি। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি যুবসমাজকেও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে শ্রমশক্তিতে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। সৃজনশীল এবং উৎপাদনমুখী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও ভূমিকা রাখতে পারে।

৪ পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব টেকসই পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই জরুরি। দেশে এখন বেসরকারি খাতই চাহিদার সিংহভাগ পণ্য উৎপাদন করে। এসডিজি অর্জন করতে হলে পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত মানের উন্নতি করতে হবে, যা বিনিয়োগসাপেক্ষ। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতিবেশকে (ইকোসিস্টেম) সুরক্ষা দিতে সৃজনশীল উদ্ভাবন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫ তথ্য-উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় গবেষণা

এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্তি ও সহজলভ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে; এতে করে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন সহজ হবে। সেই সাথে, বৈশ্বিক ফোরাম থেকেও তথ্য আদান-প্রদানের ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে। বর্তমানে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে। তাই সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণায় বেসরকারি খাতও বিনিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন।

৬ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকি

এসডিজি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা ছিল। ফলে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করার জন্যও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে কার্যকরী তদারকি নীতিমালা প্রয়োজন। এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে বেসরকারি খাত।

৭ সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যতা

এসডিজি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে গুণগত উন্নতি করতে হবে। কেননা, এসডিজি বাস্তবায়নে সকল দেশ একই সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং বৈশ্বিকভাবে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। সঠিকভাবে তাল মেলাতে না পারলে এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে না পারলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। অন্যদিকে পণ্যের উৎপাদন বাড়লে বাড়তি দামে পণ্য কেনার মতো ভোক্তা চাহিদা থাকবে কি-না – তাও বিবেচনায় আনতে হবে। তাই পুরো বিষয়টি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।

সুপারিশসমূহ

- এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে একটি কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে। কোন্ কোন্ খাতে, কীভাবে বেসরকারি উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা যায়, তা চিহ্নিত করতে হবে।
- এসডিজি অর্জনে অর্থায়ন এবং একই সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সহজতর করতে সরকারের সহায়ক নীতিমালা এবং অবকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সুলভমূল্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, করছাড়, প্রণোদনা কিংবা সহজলভ্য তহবিল যোগানসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- উৎপাদনমুখী ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর দক্ষতা বাড়িয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি পূরণে গবেষণায় বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা জরুরি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৃজনশীল উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তৃতি প্রয়োজন।
- এসডিজি বাস্তবায়নে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তদারকিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

সংলাপ তথ্য

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ গত ২ অক্টোবর ২০১৬ এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্তকরণ নিয়ে যৌথভাবে সংলাপের আয়োজন করে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকসহ অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, আমলা ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ এ সংলাপে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আসিফ ইব্রাহিম। সংলাপে বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি, প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য ও এমসিসিআই সভাপতি জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সহসভাপতি জনাব সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য ও সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান, গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী সহ আরো অনেকে।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৪০টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: bdplatform4sdgs@gmail.com

Secretariat at: Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka
Telephone: (+88 02) 9141734, 9141703, 9126402 Web: www.bdplatform4sdgs.net E-mail: bdplatform4sdgs@gmail.com